শমীক সেন

## মধুর তুমুল

যদি এই থাকা হোতো মন কাছে না-রাখার মতো।
সাপের শরীর যেন ভিজে এই বন পথ,
পায়ের তলায় কাদা, মৃতদেহ গলিত নরম
দুহাত শিকল হয়ে বেঁধে রাখে এই অন্তর্স্রোত।

তখন বিকেল যেন শিশিরের থরথর দেহ
নখের ডগায় গত জন্মরক্তের মতো।

হাওয়ার সাক্ষ্য শুধু অন্ধকারে কাঁপায় পাতাকে
অনেক উপরে মেঘ ঢেকে দেয় তারা আছে যত।
অথচ এ মেঘ নয়, অরণ্যে উন্মাদরোদন
যতটুকু ব্যর্থতার ততটুকু ক্ষমায় মধুর!

## ভোর

এই পথে রৌদ্র আসে এই পথ সোনার হরিণ
শূন্যে ধাবিত ডানা ঘুম ভাঙা জলের প্রলাপ
গ্রহণের অন্ন আগে জিহ্বায় সমুদ্র স্মৃতি জাগে
এই পথ রিক্ততার, ঘাসে ঘাসে তবু দোলা লাগে।

হাওয়াই ঈশ্বর তাই শ্বাস এক আশ্চর্য ফুল ফোটা
অমৃতের গুপ্ত টানে আধারটি ফেটে চৌচির
ঝরাপাতা বাষ্প সুখে উড়ে গেলে চাঁদের ক্ষরণে
আকাশের দূর সভা নিকটের অশ্রু হয়ে নামে।

রাজু দেবনাথ

## একা

তুমি যে পথেই যাও—
তোমার ছায়াও তোমার সঙ্গে যাবে।

কেবল অন্ধকারে, তুমি একা
দীর্ঘ সেই পথে, শুধু তুমি নিজেকেই পাবে!

## নিবিড় তুমি একা

হাততালি ও হুল্লোড়ে আজ চারদিক
সবাই যখন কাঁপছে প্রবল জ্বরে
নিবিড় তুমি দূর গ্রহতে একা
চিলেকোঠার মতন কোনো ঘরে—

মঞ্চজুড়ে তীব্র আলোর রোশনাই
কোলাহলের তুমুল মুখরতা

সোহম চক্রবর্তী

## তেইশতম জন্মবার্ষিকী

আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে মোহ,
পর্দা ঠেলে পেরিয়ে যাই ঘর—
অন্তরে যে সহসা বিদ্রোহ
তীব্র আগুন জ্বালায় পরস্পর,

বোঝাই তাকে বড়ো দাদার মতো,
বোঝাই তাকে— শান্ত হ'তে হয়...
এক জীবনেই পোড়াতে হয় কত—
এক জীবনের সমস্ত সঞ্চয়...

সে সঞ্চয়ের ভস্মমাখা মুনি
উঠে দাঁড়ান— হাতে কমণ্ডল...
অন্তরে কে গভীর তপস্বিনী
এ-চৌকাঠে ছেটায় শান্তিজল,

আগুন জ্বালে... সে বহ্নিতে দ্বিজ,
পুড়তে পুড়তে জবাকুসুম চোখ—
দ্যাখেন কুচযুগের সরসিজ,
শান্তিজলে টলটলানো শোক!

বোঝেন ঋষি, বোঝেন প্রপঞ্চিকা
তপস্বিনীর মায়াসবুজ ছল—
আজ্ঞাচক্রে পরাজয়ের টিকা
সে বহ্নিতে করছে ঝলমল!

সেই আগুনেই আহুতি, ওম স্বহা—
পুড়তে পুড়তে শান্ত হই, লিখি...
পেরিয়ে যায় এই জীবনের দোঁহা
তেইশতম জন্মবার্ষিকী।

নিবিড় তুমি অন্ধকারে থাকো
ধ্যানের ভেতরে গভীর নীরবতা!

বিজ্ঞাপনের চোখ ধাঁধানো আলোয়
বুঁদ হয়ে ওই মন্ত্রমুগ্ধ বাতাস
নিবিড় তুমি আড়াল থেকে শুধু
খেলে যাচ্ছ একাকীত্বের তাস

চারদিকেতে পণ্য যখন সবাই
নিজেকে রোজ বিক্রি হতে দেখা
চিলেকোঠার মতন কোনো ঘরে
নিবিড় তুমি দূর গ্রহতে একা!